সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম

সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম

নারায়ণ সান্যাল

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

শ্রীমতী শর্মিলা সান্যাল

পরমকল্যাণীয়াসু

কৈফিয়ৎ

'দেবদাসী'-প্রথা বর্তমানে নেই—অন্তত খাতা-কলমে। আইনের সাহায্যে মন্দির কারাগার থেকে তাদের মুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সহস্রকের এই কু-প্রথাটি বর্তমান শতাব্দীতে আইন-মোতাবেক নিষিদ্ধ হয়েছে। সেদিন সারা ভারতে সে কী উল্লাস। আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ছোট-খাটো সংস্করণ যেন। ভারতকে স্বাধীন করায় যেমন জবাহরলালকে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, এই ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল নায়িকা মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডিকে তেমনি 'পদ্মভূষণ' খেতাব দেওয়া হয়েছিল। সে সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

কিন্তু!

ভারত স্বাধীন হওয়ায় গোটা দেশটা যেমন মুক্তির স্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল—অন্নবস্ত্র শিক্ষানিরাপত্তার অভাব যেমন আমরা আজ আর অনুভব করি না, মন্দিরের চার-দেওয়ালের রুদ্ধ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ দেবদাসীরাও কি তেমনিভাবে সব কিছু ফিরে পেল?

—সম্মান, মর্যাদা? স্বামী-সংসার-সন্তান?

ঠিক জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। প্রশ্নটা আপাতত মগজে একটা যন্ত্রণার উদ্রেক করেছে; মনে হচ্ছে এ-গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত ছিল: 'সুতনুকা এখন আর দেবদাসী নয়'—বা ঐ জাতীয় কিছু! আপাতত অতীত ইতিহাস হাতড়ে যেটুকু পেয়েছি তাই পরিবেশন করি। মুক্ত দেবদাসীদের সন্ধান পেলে আপনাদের জানাবো।

নানান গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, যা গ্রন্থ-শেষের 'নির্দেশিকা'-য় উল্লেখ করে পূর্বসূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি।

এ কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে উনিশ শ' তিরাশীর পূজা-সংখ্যা যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল।

নারায়ণ সান্যাল

চৈত্র শেষ/১৩৯৪।৪৮

এক

আজ্ঞে হ্যাঁ, সুতনুকা শুধু 'একটি দেবদাসীর নাম' নয়, সুতনুকা ইতিহাস-স্বীকৃত প্রথম দেবদাসী। 'দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা নারী' —দেবদাসী বলতে যা বুঝি, তা আগে থেকেই ছিল, অনেক অনেক আগেকা যুগ থেকে ; কিন্তু 'দেবদাসী' শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে সুতনুকার ঐ সুতনু ঘিরেই। তার কাহিনীই আপনাদের আজ শোনাতে বসেছি।

কিন্তু মুশ্‌কিল কি জানেন ? আমার তথ্যের ভাঁড়ে ভবানী। কিছুই জানি না তার বিষয়ে। নামটা যদি সার্থক হয়, তবে ধরে নেওয়া যায় তার তনুদেহের প্রতিটি অঙ্গে থরে থরে সৌন্দর্যসম্পদ সঞ্চিত করেছিলেন পঞ্চশর। নামটা নিশ্চয় সার্থক। অজন্তা-কোনার্ক-মহাবলীপুরমের অনেক অনেক নায়িকার মূর্তি মনের চোখে ভেসে ওঠে ঐ নামটা শুনলে—তন্বী, মধ্যক্ষাম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী। আমার পুঁজি মাগধী প্রাকৃতে রচিত একটি শ্লোক, আর তার নিচে সরল গদ্যভাষে একটি স্বীকৃতি। ব্যস্, ঐটুকুই আমার সম্বল, কাহিনীর উপাদান। 'ব্লাইণ্ড' খেলব না আপনাদের সঙ্গে। প্রথমেই হাতের তাসটা টেবিলে বিছিয়ে দিই :

মধ্যপ্রদেশে সরগুজা রাজ্যে অনুচ্চ রামগড় পাহাড়। পাশাপাশি দুটি অকৃত্রিম পর্বতগুহা—যোগীমারা আর সীতাবেঙা ; কে বা কারা কোন যুগে ঐ অকৃত্রিম পর্বত গুহাকে ছেনি-হাতুড়ির শাসনে গুহামন্দিরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল তা জানি না। ভগ্নস্তূপ দেখে মনে হয় বৌদ্ধ-গুহা নয়, অর্থাৎ ভাজা-কান্‌হেরী-অজন্তা-নাসিক-এর সমগোত্রীয় নয় ; ও দুটি পৌরাণিক হিন্দু মন্দির। কিন্তু রূপদক্ষের দল বৌদ্ধ শিল্পসৌকর্যে অভ্যস্ত।

পাহাড়ের গায়ে 'বাস-রিলিফ'-এ যে ভাস্কর্য—মহাকালের পরুষ হস্তাবলেপনে ক্ষতবিক্ষত মূর্তিগুলি—ভারহুত-সাঁচীর ঢঙে। সেই বংশীবাদিকা-বীণা-রঞ্জিনী-নৃত্যরতা অপ্সরা-গন্ধর্ব-দেবদাসীর দল। উপরের খিলানে দুর্বোধ্য হরফে কী-যেন লেখা। পণ্ডিতেরা তাই নিয়ে যুগে যুগে তর্ক-বিতর্ক করেছেন। ভারততত্ত্বের স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যাসম[1] শ্লোকটির ইংরাজী তর্জমা করেছেন :

> "Poets, the leaders of lovers,
> Light up the hearts which are
> heavy with passion.
> She who rides on a seesaw,
> the object of jest and blame,
> How can she have fallen so deep
> in love as this ?"

অনুবাদে যা দাঁড়ায় :

> কবি, নগর-নাগর-নৃপতি
> জ্বালিয়ে তোলে অন্তর, নিরন্তর রিরংসা-জর্জরিত।
> কৌতুক-কর্দম-ক্লিশিত ঐ যে মেয়েটিকে
> নাগরদোলায় দোলায়
> ও কেমন করে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়
> এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে ?

এবং তারপরেই সহজ সরল গদ্যভাষে একটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : 'সুতনুকা নাম দেবদাসিক্যী তং কাময়িথ বালানশেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদক্খে।'

তার অর্থ নিয়ে নানা-মুনির নানা মত। এম. বয়ার তার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন : "Sutanuka by name, Devadasi. The excellent among young men loved her, Devadinna by name, skilled in sculpture." টি. ব্লচ্-এর মতে আক্ষরিক অনুবাদটা হওয়া উচিত : "Sutanuka, by name, a Devadasi made this resting place for girls. Devadinna by name, skilled in painting." দ্বিতীয় অনুবাদটা কিছুতেই মানা চলে না